গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

নথি নং-৪(৫) শুল্ক-৪/৮১/৯৭২-৯৮১ তারিখঃ-২৩/০৬/৯৯ ইং

অফিস আদেশ

বিষয়ঃ আমদানী-রপ্তানী পণ্য সংরক্ষণের জন্য দেশের স্থল শুল্ক ষ্টেশন সমূহে পাবলিক ওয়্যারহাউস (গুদাম) স্থাপনের অনুমতি প্রদান প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচেছ যে, বেনাপোল ব্যতীত দেশের অন্য কোন স্থল শুল্ক ষ্টেশনে আমদানী ও রপ্তানী পণ্য সংরক্ষনের জন্য কোন ওয়্যারহাউস তথা গুদাম নেই। ফলে পণ্য শুল্কায়ন ও শুল্ক-করাদি আদায়ে বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। তাই স্থল শুল্ক ষ্টেশন সমূহে পাবলিক ওয়্যারহাউস স্থাপনের অনুমতি প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে কাষ্টমস্ এ্যাক্ট এর ১২ ধারা অনুযায়ী সংশিষ্ট কমিশনার অব কাষ্টমস নিজ আওতাধীন এলাকায় পাবলিক ওয়্যারহাউস পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করবেন। তবে, এরূপ লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে কাষ্টমস্ এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর প্রযোজ্য বিধিবিধান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন করতঃ নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী অনুসরণ করতে হবে,

(১) উলেখিত পাবলিক ওয়্যারহাউস সংশিষ্ট এল সি ষ্টেশন বিল্ডিং থেকে সীমান্তের ভিতরে সর্বোচচ তিন কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে এবং ট্রাক চলাচলের উপযুক্ত প্রশস্ত রাস্তা আছে এমনস্থানে স্থাপিত হতে হবে;

(২) প্রস্তাবিত পাবলিক ওয়্যারহাউস স্থাপনকারী নিজস্ব বা ন্যূনপক্ষে দশ বৎসরের লীজে গৃহীত জমিতে তা স্থাপন করতে হবে;

(৩) প্রস্তাবিত পাবলিক ওয়্যারহাউসের জন্য কমপক্ষে পাঁচ হাজার বর্গফুটের গুদাম অথবা এক একর দেয়াল/কাঁটাতারের ঘেরা স্থান থাকতে হবে। এই দেয়াল বা তারের ঘেরা স্থানে কেবল বোল্ডার/পাথর/কয়লা জাতীয় গুদামে সংরক্ষন অযোগ্য পণ্য, রাখা যাবে। এ সকল পণ্য ছাড়া অন্যান্য পণ্য যথাযথভাবে সীল করা গুদামে রাখতে হবে;

(৪) উল্লেখিত গুদাম বা দেয়াল/কাঁটাতারের ঘেরা স্থান, সংশিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস্ এর পূর্ব অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে এবং সন্তুষ্টিমত নির্মিত হতে হবে;

(৫) প্রস্তাবিত পাবলিক ওয়্যারহাউসে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং মোকাবেলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সনদ পত্র দাখিল করতে হবে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রযোজ্য সর্বশেষ বৎরের আয়কর সনদপত্র এবং টিআইএন আবেদন পত্রের সাথে দাখিল করতে হবে;

(৬) আবেদনকারী/ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সলভেন্সি সংক্রান্ত ব্যাংক সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে;

(৭) পাবলিক ওয়্যারহাউস ফি বাবদ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা অফেরতযোগ্য ফি সরকারকে দিতে হবে;

(৮) পাবলিক ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের ন্যূনপক্ষে ১৫দিন পূর্বে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নবায়ণ ফি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করলে পরবর্তী মেয়াদের জন্য নবায়িত হবে;

(৯) সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস্ এর নামে লাইসেন্স গ্রহণের তারিখে দশলক্ষ টাকার সঞ্চয় পত্র জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে। জামানত বাবদ প্রদত্ত সঞ্চয় পত্র যতদিন ওয়্যারহাউস থাকবে ততদিন জমা

থাকবে বিধায় কোন সঞ্চয় পত্রের মেয়াদ পূর্তিতে সম-মূল্যমানের সঞ্চয় পত্র জমা দিয়ে পূর্বের সঞ্চয় পত্র ফেরত নেয়া যাবে;

(১০) কোন পাবলিক ওয়্যারহাউস সত্ত্বাধিকারী/প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট শুল্ক ষ্টেশনের মাধ্যমে নিজে বা নিজের কোন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানী রপ্তানী করতে পারবেন না। লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান মালিক (গণ) কর্তৃক বেনামীতে আমদানী-রপ্তানী করার অভিযোগ তদন্তে কমিশনারের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হলে এই অনুচেছদের ব্যত্যয় হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(১১) নিবন্ধিত পাবলিক অথবা প্রাইভেট লিমিটেড কোং কে পাবলিক ওয়্যারহাউস স্থাপনে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

(১২) কোন স্থল শুল্ক ষ্টেশনে পাবলিক ওয়্যারহাউস স্থাপনের বিষয়ে সকল শর্তাদি ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করার পর সংশিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস্-কে উক্ত লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট স্থান/ গুদামকে শুল্ক আইনের ১০ ধারার আওতায় পণ্য খালাস ও বোঝাই (Loading and unloading) করার জন্য যথাযথ স্থান হিসেবে ঘোষণা দেয়ার জন্য নোটিফিকেশন জারীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থান/গুদামের পরিসীমা উলেখপূর্বক তার ম্যাপ জাতীয় রাজস্ব বরাবর প্রেরণ করতে হবে;

(১৩) শুল্ক আইনের ৭৯(২) ধারার বিধান অনুসারে সকল ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে সর্বোচচ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত পাবলিক ওয়্যারহাউস থেকে পণ্য খালাস করতে হবে;

(১৪) যে কোন ধরণের অনিয়ম, বেআইনী কার্যকলাপ, শর্তের বরখেলাপ, অক্ষমতা, হয়রানিমূলক কার্যকলাপের দায়ে সংশিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস্ যে কোন সময় প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল কিংবা বাতিলের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তদন্ত-পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানিকতা/কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে বাতিল করতে পারবেন।

(১৫) লাইসেন্স সাময়িক বাতিল এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাবে না। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এর নিকট আপীল করা যাবে। আপীলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য-হবে। সাময়িক ভাবে লাইসেন্স বাতিল থাকা অবস্থায় নতুনভাবে কোন মালামাল ওয়্যারহাউসে রাখা যাবে না কিন্তু পূর্বে রাখা মালামাল শুল্ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে বিধিমত আমদানিকারককে হস্তান্তর করা যাবে। ছয়মাসের বেশী সময় লাইসেন্স সাময়িক বাতিল রাখা হবে না। এই সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সমাপনান্তে লাইসেন্স চূড়ান্তভাবে বাতিল অথবা আইনানুগভাবে অন্য যেকোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে লাইসেন্স পূর্ণবহাল করতে হবে। তবে বোর্ডের পূর্ব অনুমোদনক্রমে লাইসেন্স সর্বোচচ একবৎসরের জন্য সাময়িক বাতিল রাখা যাবে;

(১৬) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে কোন সময় এতদ্‌বিষয়ে যে কোন শর্ত পদ্ধতি নীতিমালা ইত্যাদি আরোপ/প্রণয়ন/প্রবর্তন/পরিবর্তন করতে পারবে। কমিশনারগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের পাবলিক ওয়্যারহাউস কার্য্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য বোর্ডের পূর্বে অনুমোদনক্রমে শর্ত আরোপ বা পদ্ধতি সংক্রান্ত যে কোন স্থানীয় আদেশ/নির্দেশ জারী করতে পারবেন।

স্বাক্ষরিত/-
(শাহ্‌নাজ পারভীন)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড)
ফোনঃ ৪০৬০৫৮